CHHATNA CHANDIDAS MAHAVIDYALAYA

BANKURA UNIVERSITY

NAME:- MINA BAURI

UID NO:- 21071202030

SEMESTER:- V

PAPER:- SCHOOL ACTIVITY SURVEY

COURSE CODE: AP/END/504/SEC-3

CHHATNA CHANDIDAS MAHAVIDYALAYA

(Affiliated to Bankura University)

P.O.- Chhatna ❖ Dist.:- Bankura ❖ West Bengal ❖ Pin- 722 132

www.ccmv.in, e-mail : ccmvoffice@gmail.com, Mob : 9434521209 / 9475585518

Office : 03242-201125, 7001138398, 9007933805

Ref. No. :

Date.

Certificate

This is to certify that kumari Mina Bauri a regular student of The Department of Education Chhatna Chandidas Mahavidyalaya, Bankura University bearing UID NO.- 2107 1202030 has prepared the project work with extension outreach entitled "School Activity Survey' as a part of the requirements of Skill Enhancement Course-3 (SET 3) in the 5th Semester Examination 2022-2023

Manas Dutta

BBSE Index No. - J1 - 082

WBCHSE Code No. - 14099

Harigram Goenka High School (H.S.)

P.O. :- Kantapahari ❋ Dist. :- Bankura ❋ Pin Code :- 722136

Email id : harigramghs46@gmail.com

om : Secretary / Headmaster / T.I.C.

t No. .....

Date 07/12/2023

To Whom it may concern

Mina Bauri, a student of Chhatna Chandidas Mahavidyalaya, Bankura University, came to our school Harigram Goenka High School. to visit and survey the school activity Survey on 07.12.2023. We have helped her in all her activities.

Teacher-in-charge
Harigram Goenka High School (H.S.)
P.O.- Kantapahari, Dist.- Bankura

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের ছাৎনা চন্ডীদাস মহাবিদ্যালয়ের Education (Programme) ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা ও বিষয় শিক্ষিকা মাননীয়া বনশ্রী ম্যাডামকে। কারন উনার সহযোগীতায় এই School Activity Survey ব্যবহারিক প্রকল্পটি রুপায়িত হয়েছে। উনার সহযোগীতা ছাড়া এই প্রকল্পটি রুপায়ন আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। তাছাড়া আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের আরও অন্যান্য শিক্ষকমন্ডলীদের যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই প্রকল্পটি রুপায়নের ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করেছেন। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সহপাঠি ও শিক্ষাকর্মীদের যারা এই প্রকল্পটি রুপায়নের ক্ষেত্রে কোন না কোনভাবে সাহায্য করেছেন। পরিশেষে আমি হার্দিক অভিনন্দন জানাই ছাৎনা চন্ডীদাস কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও প্রশাসনিক বৃন্দকে যারা শিক্ষার্থীদের পাঠদান, প্রকল্প রুপায়ন এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধন করে মানুষ গড়ার কারিগর তৈরির মহৎ কাজে সদা নিয়োজিত।

09.05.24

তারিখ :

Mina Bauri

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
• ভূমিকা	১
• উদ্দেশ্য	২-৩
• মেথোডোলজি	৪
• বিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৫-৩০
① বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো	৫-৯
② বিদ্যালয়ের সিস্টেম	১০
③ বিদ্যালয় ভবন কক্ষ	১১
④ বিদ্যালয়ে পঠন পাঠন শুরুর আগের কর্মসূচী	১২
⑤ টিচিং স্টাফ ও নন টিচিং স্টাফ	১৩
⑥ বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র ছাত্রীর অনুপাত	১৪
⑦ লাইব্রেরী	১৫
⑧ বিদ্যালয়ে ITC	১৬
⑨ বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ	১৭
⑩ মিড-ডে-মিল	১৮
⑪ বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জল	১৯
⑫ শৌচালয়	২০
⑬ বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা	২১
⑭ বিদ্যালয়ে জাতীয় দিবস পালন	২২
⑮ বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	২৩-২৫
⑯ বিদ্যালয়ে মহান মনীষীদের জন্মদিবস পালন	২৬
⑰ মূল্যায়ন পদ্ধতী	২৭
⑱ বিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমনের ব্যবস্থা	২৮-২৯
⑲ বিদ্যালয়ের সুবিধা ও অসুবিধা	৩০-৩১
• উপসংহার	৩২

ভূমিকা

সমাজের যে কোনো ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম বিভিন্ন সামাজিক কার্যকলাপগুলি সমাজায়নের ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা বই পড়ে যা কিছু অনুধাবন করি সেগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে হাতে কলমের অনুশীলনের মাধ্যমে অনেক বেশি আয়ত্ব করতে পারি। মূলত পরিবেশের ভিত্তিতে জ্ঞান ও পরিবেশগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্বন্ধ খুবেই নিবিড়। এই দুই ধরনের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে অনুধাবন প্রক্রিয়া ক্ষেত্র সমীক্ষা করা আবশ্যক।

সাধারন ক্ষেত্র সমীক্ষা কোনো একটি বিষয়ের উপর সমাজের সম্পূর্ন ধারনা প্রদানে সাহায্য করে। যা কিছু আমরা বই পড়ে আয়ত্ব করে থাকি। তা সরাসরি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুশীলনের মাধ্যমেও হাতে কলমে পরিবেশের সঙ্গে কাজ করে অনেক বেশি পরিমার্জিত হয়।

অর্থাৎ ক্ষেত্র সমীক্ষা হল – এমন একটি বিষয় যা শিক্ষার্থীর জ্ঞান ভান্ডারকে প্রত্যক্ষভাবে প্রসারন ও পরিমার্জনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে।

School Activity Servey কথার অর্থ হল - বিদ্যালয়ে গিয়ে বিদ্যালয়ের কার্যকলাপ পরিসংখ্যান লিপিবদ্ধ করা। অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া গুলি স্কুল পরিষেবা এবং শিক্ষার্থীদের লেখার বিষয়ে তথ্য এবং মতামত সরবরাহ করা, গ্রিন্সিপালরা এই তথ্যটি তাদের শিক্ষার্থী, পরিবার এবং কর্মীদের কী গুরুত্বপূর্ন বলে মনে করেছেন, এবং স্কুল পরিষেবাগুলিকে উন্নত করতে বিদ্যালয়ের কি কি পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে তা সনাক্ত করতে School Activity Servey করা হয়। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং দ্বারা পর্যায়ক্রমে পরিচালিত All India Educational Servey-র মূল উদ্দেশ্য —

① স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশের সামগ্রিক তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং প্রচার করা।

② এই সমীক্ষাগুলি ক্ষুদ্র স্তরের পাশাপাশি ম্যাক্রো স্তরে শিক্ষামূলক পরিকল্পনা তৈরী করতে, শিক্ষানিতী প্রনয়ন করতে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষনের জন্য মৌলিক ইনপুট সরোবরাহ করা।

③ গ্রাম গ্রামীন আবাসে স্কুল শিক্ষার সহজলভ্যতা, স্কুলে আভ্যন্তরিক ও শিক্ষামূলক সুযোগ সুবিধামূলক প্রশিক্ষন ও সুবিধাভোগী, শিক্ষার মাধ্যমে, ভাষা লেখানোর মাধ্যমে, বিশেষত SC, ST, বালিকা এবং শিক্ষাব্রতী বিচ্ছিন্নে পড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষক এবং শিক্ষাব্রত এবং পেশাদার যোগ্যতার অন্তর্ভুক্ত ইত্যাদি বিষয়ভিত্তিক তালিকাভুক্ত।

④ স্বীকৃত বিদ্যালয়ের আবাসের মধ্যে যেমন – Building, classroom, Drinking waters, Electicity, Bathroom, Labratory, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য আসবাব ইত্যাদি সুবিধাগুলির প্রাপ্যতা যাচাই করা।

⑤ স্বীকৃত বিদ্যালয়ের সর্বাধিক প্রতিবন্ধী শিশুদের সংখ্যা জানার জন্য Servey করা হয়।

⑥ বিদ্যালয়ে গুলিতে গ্রন্থাগার আছে কিনা তা জানার জন্য School Activity Servey করা হয়ে থাকে।

⑦ প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যথাক্রমে শিশু এবং শিক্ষক সংখ্যা নির্ধারনের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধী, বুদ্ধিমান, শিক্ষক, কাঠামোগত সুবিধাদি, সরঞ্জামাদি ইত্যাদি এবং নির্দেশিকা উপাদানগুলি জানতে বিশেষ করে School Activity Servey করা হয়।

⑧ শিক্ষার মাধ্যমে হিসাব ব্যবহৃত ভাষা এবং ভাষা-শেখানো ভাষা সম্পর্কিত স্বীকৃত বিদ্যালয়ের বিতরন সন্ধান করার উদ্দেশ্যেই এই School Activity Servey.

⑨ প্রাথমিক ও ক্ষেত্রভিত্তিক জ্ঞান আহরন।

⑩ তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে জ্ঞান আহরন।

⑪ ক্ষেত্র সমীক্ষন থেকে বিভিন্ন সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা ও তার সমাধান নির্ণয় করা।

⑫ শ্রেনীকক্ষে একজন ধারনা সামগ্রি সম্পন্ন আদর্শ প্রকাশক প্রদান।

কোনো বিষয়ে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিক্ষা আমাদেরকে যে কোনো পরিস্থিতিতে অনেক বেশি সামাজিক দিক দিয়ে গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে ক্ষেত্র সমীক্ষার উপরের উদ্দেশ্য গুলি থাকা বর্তমান।

Methodology (মেথডোলজি)

(i) Method – Survey Method ব্যবহার করা হয়েছে এই প্রকল্পে বিদ্যালয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য।

(ii) Techniques - Interview এবং Observation কৌশল ব্যবহার করে এই প্রকল্পে বিদ্যালয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

(iii) Tool - questionnaire Tool ব্যবহার করা হয়েছে এই প্রকল্পে বিদ্যালয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে।

HARIGRAM GOENKA HIGH SCHOOL (H.S)

• CHHATNA • BANKURA •

ESTD:-1946

বিদ্যালয় পরিক্রমা :

আমাকে ছাতনা চন্ডীদাস মহাবিদ্যালয় থেকে আমাদের নিজ বিদ্যালয় অর্থাৎ আমার হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয় (উ: মা:) পাঠিয়েছেন ক্ষেত্র সমীক্ষা ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও তার উপর প্রতিবেদন সংগ্রহের জন্য।

(i) বিদ্যালয়ের নাম :

আমি যে বিদ্যালয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা ও প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্য আহরন করেছি সেই বিদ্যালয়ের নাম হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয় (উ: মা:)

(ii) বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠাতা :

হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1946 সালে এবং বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় মোহনলাল গোয়েঙ্কা

(iii) বিদ্যালয়ের ধরন :

হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয় (উ: মা:), যেখানে পঞ্চম শ্রেনী থেকে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত ছাত্র ও ছাত্রীদের পঠন-পাঠন করানো হয়।

এই বিদ্যালয়টি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্তর্গত West Bengal Board of Secondary Education এবং West Bengal Council of Higher Seondary Education- এর অন্তর্গত।

(iv) বিদ্যালয়টির ঠিকানা :

হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয় (উ: মা:)

NH314 Road

হরিগ্রাম, ছাতনা, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ

৭২২১৩৬

(v) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নাম :

হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নাম - শ্রীনন্দগোপাল গাঁ

(vi) বিদ্যালয়ের সময় :

হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ের (উ: মা:) প্রত্যেক দিনের কর্মের সময়সূচী হল সকাল 10:40 মিনিট থেকে বিকাল 4:15 মিনিট পর্যন্ত।

(vii) ক্লাসের সংখ্যা :

হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তাহে ছয় দিন ক্লাস চলে। যার মধ্যে সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত প্রতিদিন ৮ ক্লাস চলে। শনিবার অর্ধদিবস ক্লাস চলে। সোমবার থেকে শুক্রবার ৮-টি করে ক্লাস এবং কেবলমাত্র শনিবার ৪ টি ক্লাসের পর 1:30 টা. এ ছুটি হয়ে যায়।

(viii) বিষয়ের বিভাগ :

হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র আর্টস বিভাগেই পড়াশুনা করানো হয়। আর্টস বিভাগে যে সব বিষয়গুলি পড়ানো হয় সেগুলি হল - ① বাংলা ② ইংরেজি ③ গনিত ④ ইতিহাস ⑤ ভূগোল ⑥ জীবন বিজ্ঞান ⑦ ভৌতবিজ্ঞান (মাধ্যমিক সিলেবাস) এবং
① বাংলা ② ইংরেজি ③ ইতিহাস ④ ভূগোল ⑤ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ⑥ সংস্কৃত (উচ্চ মাধ্যমিক সিলেবাস)

হরিশ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ের সুযোগ সুবিধাসহ অবস্থানসমূলি সম্পর্কে বর্ণনা করা হল।

i) শ্রেণীকক্ষ :-

শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষ হল গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিক্ষার্থীর শিখন ও শিক্ষনের ক্ষেত্রে আদর্শ শ্রেণীকক্ষ ও পরিবেশের প্রয়োজন হয়। একটি যথোপযুক্ত বিদ্যালয়ের কার্যাবলীর জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ। একটি শ্রেণীকক্ষের পরিকল্পনা করার সময় সর্বদা শ্রেণীকক্ষের আয়তন, আলো, বাতাস, জানালার অবস্থানের উপর আলোকপাত করা হয়।

হরিশ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ সাধারণত যেমন হওয়া উচিত, সেই রকমেই বর্তমান।

(a) শ্রেণীকক্ষসমূলি বড়ো আকারের ও যথোপযুক্ত।

(b) শ্রেণীকক্ষের দেওয়ালসমূলি সাদা রঙের।

(c) প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে চারটি করে জানালা ও দুটি করে দরজা আছে।

(d) প্রতিটি শ্রেণীকক্ষ আদর্শ আলো বাতাস যুক্ত।

i) শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা :-

হরিশ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ের মোট শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা হল - 23 টি। এছাড়াও বিদ্যালয়টিতে যেসব কক্ষ রয়েছে সেসমূলি হল -

(a) Office / Head Master Room — 1.

(b) Teacher's Room - 1.

(c) Computer Room - 1.

(d) Store Room - 1.

(e) Kitchen + Dining Room - 1+1 = 2

(f) Meeting / Hall Room - 1.

শ্রেণীকক্ষের সুবিধা—

সাধারনত দেখা যায় যে, ভালো আসবাবপত্রের অভাব শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য, ক্ষমতা, আচার, আচরনের প্রভাব ফেলে কিন্তু হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয় (উ: মা:) সেই দিকটার বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছে। তারা উপযুক্ত আসবাব - এর মাধ্যমে আদর্শ শিখন - শিক্ষন পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

[illegible]:

প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে High Bench এবং Low Bench গুলি একসঙ্গে নির্মিত। যে বেঞ্চগুলিতে একসঙ্গে 5-6 জন শিক্ষার্থী বসতে পারে। শ্রেণীকক্ষের বেঞ্চগুলিতে দুটি সারিতে বিভক্ত। একদিকের সারিতে ছেলেরা ও অন্যদিকে মেয়েরা বসে।

টেবিল—:

প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে 1 টি করে টেবিল বর্তমান।

চেয়ার—:

প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে 1 টি করে চেয়ার বর্তমান।

চিত্র ও মডেল—:

এছাড়া সমস্ত বিদ্যালয়ের কোনে কোনে না দেওয়ালে বিভিন্ন মডেল ও চিত্র দ্বারা সাজানো রয়েছে।

ব্ল্যাকবোর্ড—:

শ্রেনীকক্ষের প্রতিটি শিক্ষকদের চেয়ারের পিছনের দেওয়ালে একটি ব্ল্যাকবোর্ড ও একটি হোয়াইট বোর্ড বর্তমান। যেগুলির সাহায্যে শ্রেনী শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের পাঠরত বিষয়ের নানান জিনিস বোঝান।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা—:

শ্রেনীকক্ষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেনীকক্ষগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

৪) প্রধান শিক্ষকের কক্ষ—

প্রধান শিক্ষকের কক্ষটি মাঝারি আকারের। এটি মূলত সরঞ্জামের বিশিষ্ট একটি কক্ষ। কক্ষটি বিভিন্ন official কার্যকর্মের জিনিস দ্বারা সাজানো।

৫) শিক্ষকদের কক্ষ—

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কক্ষটি তুলনামূলকভাবে বড়ো। কক্ষটি দুটি দরজা ও চারটি জানালা বর্তমান। সমস্ত কক্ষে ভালো ভাবে আলো ও পাখা লাগানো রয়েছে। কক্ষটিতে একটি গোলাকার আকৃতির বেঞ্চ বর্তমান। যেটিতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ক্লাসের অফ সময় বসে বিশ্রাম নেয়।

৬) কম্পিউটার কক্ষ—

হরিগ্রাম জোয়েস্কা উচ্চ বিদ্যালয়ের কম্পিউটার কক্ষটি খুবেই বড়ো। এটি উপর কক্ষ অবস্থিত। এই কক্ষটি খুব ভালো ভাবে আলো, পাখা ও Computer দ্বারা সাজানো এবং জানালা গুলি বড়ো। কক্ষটিতে 15 টি Computer আছে। প্রতিটি কম্পিউটার একটি করে উঁচু টেবিলের উপর সাজানো আছে এবং প্রতিটি কম্পিউটারে দুজন করে শিক্ষার্থী বসে তাদের ক্লাস করে।

৭) স্টোর রুম—

এই বিদ্যালয়ে একটি স্টোর রুম বর্তমান। সেটি আয়তনে অনেকটাই বড়ো। এই কক্ষে মূলত বিভিন্ন ধরনের বই, খাতা ও আরও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংরক্ষিত রাখা হয়। এই কক্ষটি বাইরে থেকে ভালোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা থাকে।

বিদ্যালয়ের স্ট্রীম

একটি বিদ্যালয়ের স্ট্রীম বলতে ঐ বিদ্যালয়ে কোন্ বিভাগে পড়াশুনা করানো হয় সেটিকে বোঝানো হয়। যেমন একটি বিদ্যালয়ে নানা বিভাগে পড়াশুনা করানো হতে পারে। সায়েন্স, আর্টস ও কমার্স। প্রতিটি বিভাগে পড়াশুনা করানোর জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষকের প্রয়োজন হয় ও সেই বিভাগের সমস্ত রকম ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যেমন সায়েন্স বিভাগে পড়াশুনা করানোর জন্য ঐ বিভাগের lab. থাকা প্রয়োজন। সেখানে বিজ্ঞান বিভাগে প্র্যাক্টিকেল ক্লাসের জন্য সব রকম সরঞ্জাম রাখা থাকবে। আবার আর্টস বিভাগে পড়াশুনার জন্য বিশেষ করে ভূগোল বিষয়ে পড়াশুনার জন্য যে নানা ধরনের ইন্সট্রুমেন্ট থাকা দরকার সেগুলির সবগুলি থাকবে।

হরিরাম গোয়েঙ্কা উক্ত বিদ্যালয়ে আমি School Activity survey করতে গিয়ে জানতে পেরেছি এই বিদ্যালয়ে science বিভাগে পড়াশুনার জন্য আলাদা শিক্ষক থাকলেও বিদ্যালয়টিতে এই বিভাগে পড়াশুনার জন্য আরও যেসব সুবিধা থাকা দরকার বর্তমানে সেগুলি নেই। তাই হরিরাম গোয়েঙ্কা উক্ত বিদ্যালয়ে সায়েন্স বিভাগে পড়াশুনা করানো হয় না। ফলে যারা মাধ্যমিকে এই বিভাগে ভালো নম্বর পায় তাদেরকে সায়েন্স বিভাগে পড়াশুনার জন্য বাইরের কোন বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে যেতে হয়। এত বড় বিদ্যালয় হওয়া সত্ত্বেও এখানে science বিভাগে পড়াশুনা না হওয়ার ঘটনাটি আমাকে একটু অবাকেই করেছে।

হরিরাম গোয়েঙ্কা উক্ত বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র আর্টস বিভাগে পড়াশুনা করানো হয়। এই বিদ্যালয়ে আর্টস বিভাগে যেসব বিষয়ে পড়াশুনা করানো হয় সেগুলি হল— বাংলা, ইংরেজি ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সংস্কৃত। এই সব বিষয় গুলির জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষকের সুবন্দোবস্ত রয়েছে। এই বিদ্যালয়ে আর্টস বিভাগে পড়াশুনার জন্য সব রকমের দিকগুলির সুবন্দোবস্ত রয়েছে এবং খুব ভালো ভাবেই এই বিভাগে পড়াশুনা করানো হয় অন্যান্য বিদ্যালয়ের তুলনায়।

প্রতিষ্ঠাতা -
৺ মোহনলাল গোয়েঙ্কা

টাইম টেবিল কনস্ট্রাকশন — (অন অফ)

বিদ্যালয়ের বহুমুখী কাজ পরিচালনার জন্য একটি পূর্ব পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। বিদ্যালয়ের Time Table হল এমনই এক পূর্ব পরিকল্পনা। যার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সমস্ত কার্যাবলী নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী করা হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ের কোন কাজ কখন করা হবে কোন ক্লাস কোন সময় থেকে কোন সময় পর্যন্ত সেটির একটি Time Table বর্তমান। সেটি নিম্নরূপ —

হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্লাসের তালিকা :

Prayer	1st	2nd	3rd	4th	Break	5th	6th	7th	8th	close
10:30 a.m.	10:45 –11:30	11:30 –12:10	12:10 –12:45	12:45 –1:30	1:30 –2:00	2:00 –2:35	2:35 –3:10	3:10 –3:45	3:45 –4:15	4:15

10:45-এ ক্লাস শুরু হয় এবং 4:15-এর সময় বিদ্যালয় ছুটি হয়। যার মধ্যে 1:30 p.m. থেকে 2:00 p.m. পর্যন্ত টিফিন হয়। কিন্তু শনিবার 1:30 p.m. এর সময় সকল ক্লাস অর্থাৎ বিদ্যালয় ছুটি হয়ে যায়। এছাড়া শ্রেনী অনুযায়ী দেখলে সকলের অর্থাৎ ক্লাস V থেকে XI পর্যন্ত সকাল 10:45 a.m. ক্লাস শুরু হলেও ক্লাস V এর 3:10 p.m. এর সময় ছুটি হয়ে যায়। অর্থাৎ VI থেকে XI পর্যন্ত 4:15 p.m. ছুটি হয়।

বিদ্যালয়ে পঠন পাঠন শুরুর আগের কর্মসূচী

হরিগ্রাম জোয়েফা উচ্চ বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন শুরুর আগে কিছু কর্মসূচী পালন করা হয়।

প্রত্যহ 10:25 এর মধ্যে সকল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অশিক্ষক কর্মচারীরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হলে বিদ্যালয়ের মূল গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এরপর 10:30 a.m - এর সময় সকলে প্রার্থনা সঙ্গীত পরিবেশন করে বিদ্যালয়ের সামনে। সেখানে সকলে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করে থাকে।

বিদ্যালয়ে সোমবার থেকে শনিবার এই ছয়দিন সকাল 10:45 - এর সময়ই ক্লাস শুরু হয়ে যায়।

তবে প্রত্যেক দিনের এই সময়সূচীর মধ্যে শ্রেণী ও বিশেষ কিছু দিনে বিদ্যালয়ের কর্মসূচী পরিবর্তন হয়ে থাকে।

প্রার্থনা শেষ হওয়ার পর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রত্যেকদিন আমাদের নানান মনীষীদের কথা স্মরণ করান এবং তাদের সম্বন্ধে দু-চারটে কথা বলেন।

যে সব মনিষীদের কথা শোনানো হয় তাদের মধ্যে অন্যতম হল - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিভূতিভূষন বন্দোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

মানব সম্পদ (টিচিং ও নন টিচিং স্টাফ)

কোনো বিদ্যালয়ের মানব সম্পদ বলতে বোঝায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কথা। যারা বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের নতুন পথ দেখায়।

টিচিং স্টাফ

হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে ভালোভাবে পর্যবেক্ষন করার পর দেখা গেল এই বিদ্যালয়ে দুই ধরনের শিক্ষক বর্তমান। সেগুলি হল—

(a) Permanent Teacher 20 জন

(b) Para Teacher 3 জন

অর্থাৎ হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে যে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষক রয়েছেন তাদের মোট সংখ্যা 23 জন।

এই শিক্ষক-শিক্ষিকারাই সমগ্র বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনকে উন্নীত করতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেন।

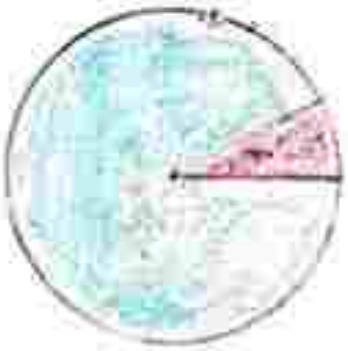

এছাড়াও বিদ্যালয়টিতে একজন আলাদাভাবে Computer শিক্ষক নিয়োগ করানো আছে।

নন টিচিং স্টাফ

হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে মোট ৫ জন অশিক্ষক কর্মচারী বর্তমান। যারা মূল পঠন-পাঠনের সাথে যুক্ত না থাকলেও পঠন-পাঠন ব্যবস্থার সহযোগীতায় গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে।

ছাত্র-ছাত্রী

একটি বিদ্যালয়ে মানব সম্পদ রূপে শিক্ষক শিক্ষিকারা যতটা গুরুত্বপূর্ন ঠিক ততটাই গুরুত্ব বেলি শিক্ষার্থীদেরও। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও গরীমা ত্বরান্বিত করে। হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ের থেকে সংগ্রহ তথ্য বিশ্লেষন করে দেখা গেছে বিদ্যালয়ে মোট ।370 জন শিক্ষার্থী বর্তমান। এই মোট শিক্ষার্থী ৪ টি ক্লাসে বিভক্ত। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত।

শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত

হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৩৭০ জন এবং মোট শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ২৩ জন। অর্থাৎ একজন শিক্ষক কিছু শিক্ষার্থীর সংখ্যা হল- ৫৯ জন।

ছাত্র-ছাত্রীর বিভাজন তালিকা

শ্রেনী	মোট শিক্ষার্থী
পঞ্চম	220
ষষ্ঠ	210
সপ্তম	194
অষ্টম	190
নবম	189
দশম	170
একাদশ	100
দ্বাদশ	97

7 Dec 2022 12:44:41 pm

লাইব্রেরি

গ্রন্থাগার বা প্রকৃত অর্থে পাঠাগার হলো বই, পুস্তিকা ও অন্যান্য তথ্য সামগ্রির একটি সংগ্রহশালা, যেখানে পাঠকের প্রবেশাধিকার থাকে এবং পাঠক সেখানে পাঠ গবেষনা কিংবা তথ্যানুসন্ধান করতে পারেন। ইংরেজিতে একে লাইব্রেরি বলে।

হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি লাইব্রেরি অর্থাৎ পাঠাগার রয়েছে। যেখানে আগে বিদ্যালয়ের বই ছাড়াও আরও অনান্য বই ছিল বিভিন্ন ধরনের। কোন কারন বশত পাঠাগারে বইয়ের সংখ্যা প্রায় শেষ হলেও যতুন কোন বই পাঠাগারে সংযোজন করা হয়নি। তাই বর্তমানে পাঠাগারটি বন্ধ বললেই চলে। এই পাঠাগারটি বন্ধ হওয়ার কারনে বিদ্যালয়ে পাঠরত দুঃস্থ শিক্ষার্থীদের পাঠ্য নানা ধরনের সহায়িকা না পাওয়ার কারনে তাদের পড়াশুনার ক্ষতি সাধিন হচ্ছে। তাই আমার মনে হয় বিদ্যালয়টির পাঠাগারটি পুনরায় চালু করার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কারন অনুসন্ধান করে পুনরায় চালু করলে দুঃস্থ ছাত্র- ছাত্রী উপকৃত হবে বলে আমি মনে করি। এবং বিদ্যালয়ে পাঠাগারকে অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে বলে- আমি মনে করি।

ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি (ICT)

ICT এর পুরো নাম ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি যে কোনো প্রকার তথ্যের উৎপত্তি, সংরক্ষন, প্রক্রিয়াকরন এবং সঞ্চালন ব্যবহৃত প্রযুক্তিকে ICT বা বা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বলা হয়।

তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ একে অপরের সাথে নিবিড় সম্পর্কিত।

হরিরাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে আমি School Activity Survey করতে গিয়ে দেখলাম হরিরাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে তথ্য প্রযুক্তিতে বর্তমানে যে সব মৌলিক হিসাবে ব্যবহৃত হয় সেগুলি হল-

(i) কম্পিউটার ও আনুসাঙ্গিক যন্ত্রপাতি

(ii) কম্পিউটার নেটওয়ার্ক

(iii) কম্পিউটিং

বর্তমানে হরিরাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই বিদ্যালয়ে আলাদা একটি বড়ো কক্ষ বর্তমান। যেখানে অনেকগুলি কম্পিউটার রয়েছে। এক একটি কম্পিউটার পিছু তিনজন করে ছাত্র-ছাত্রী বসতে পারে। এর জন্য আলাদা একজন শিক্ষক বর্তমান।

হরিরাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে ICT তে কম্পিউটার শিক্ষার গুরুত্ব হিসাবে প্রধান শিক্ষক আমাকে বলেন যে ছাত্র ছাত্রীদের কম্পিউটার শিক্ষার মাধ্যমে তাদের বর্তমান সমাজের উপযোগী করে তোলা। যাতে তারা কোনো সাথে চলতে পিছিয়ে না পড়ে। এবং তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে পিছিয়ে না আরোপ করা। বর্তমান সমাজ হল ব্যবস্থার গুরুত্ব কম্পিউটারের যুগ আর এই যুগে এইভাবে শিক্ষা দান করলে তারা আর পিছিয়ে পড়বে না বলে আমি মনে করি।

7 Dec 2023 12:09:28 pm

বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ

হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে, বিদ্যালয়টির পূর্বে প্রান্তে একটি বিশাল খেলার মাঠ আছে।

এই বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেনীর ক্লাসের শেষ সময় প্রতিদিন বিদ্যালয়ের মাঠে খেলাধূলা করানো হয়। পঞ্চম শ্রেনী থেকে দশম শ্রেনী পর্যন্ত ফিজিক্যাল এডুকেশন বলে যে বিষয়টি আছে সেই বিষয়টির একটি করে ক্লাস প্রতিদিন প্রতিটি শ্রেনীর হয়ে থাকে। এর জন্য হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক নিয়োগ আছেন। বিদ্যালয়টির মাঠে শিক্ষার্থীরা ওই শিক্ষকের পরিচালনায় বিভিন্ন ধরনের খেলা ও ব্যায়ামের সাথে যুক্ত হয়। এছাড়াও বছরের শেষে সকল ক্লাসের ছাত্র- ছাত্রীদের জন্য বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগীতায় পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত ইচ্ছুক ছাত্র- ছাত্রীরা অংশগ্রহন করে থাকে।

প্রতিযোগীতার পর কোনও একটি নির্দিষ্ট দিনে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয় বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে।

এছাড়াও ৫ ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের দিন শিক্ষকের সম্মানের জন্য ছাত্রদের সাথে শিক্ষকদের একটি ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয় এই বিদ্যালয়ের মাঠে।

খেলাধূলা ও ব্যায়াম শিক্ষার্থীর বিকাশে সাহায্য করে সেই বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নজর দিয়েছে হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়।

মিড-ডে-মিল

হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়-এ পাঠরত পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেনীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মধ্যাহ্ন কালীন খাবারের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তাকে Mid-day-Meal বলা হয়। সাধারন এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক বিকাশ ও পুষ্টিকর খাদ্য প্রদানের চেষ্টা করা হয়।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল –

① শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষন বৃদ্ধি করা।

② প্রত্যহ বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বজায় রাখা।

③ শিক্ষার্থীদের পুষ্টিকর খাদ্য প্রদানের মাধ্যমে পুষ্টির মাত্রা সঠিক রাখা।

একমাস যাবত হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে পর্যবেক্ষন করার পর ও তথ্য সংগ্রহ করে দেখা গিয়েছে, এই বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেনী থেকে অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য মধ্যাহ্নকালীন আহারের ব্যবস্থা করা হয়।

মূলত সরকার কর্তৃক প্রদেয় এই প্রকল্পটি হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে যথাযথোভাবে প্রদান করা হচ্ছে।

ফান্ড এবং মিড-ডে-মিল তালিকা

হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেনী থেকে অষ্টমশ্রেনী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীর মাথা পিছু 5 টাকা 30 পয়সা অনুদান পেয়ে থাকে।

এই বিদ্যালয়ে সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত প্রত্যহ মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক দিনের খাদ্য তালিকার বিশ্লেষন –

সোমবার : ভাত, ডাল, সব্জি

মঙ্গলবার : ভাত, ডাল, সব্জি

বুধবার : ভাত, ডিম, আলুর তরকারি

বৃহস্পতিবার : ভাত, ডাল, পস্তু

শুক্রবার : ভাত, ডাল, সোয়াবিনের তরকারি

শনিবার : খিচুড়ি, ভাজাভুজি

7 Dec 2023 12:28:43 pm

বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জল

জল প্রত্যেকের জীবনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। জল ছাড়া কোনো জীবই বাঁচতে পারে না।
শিক্ষার্থীর মনকে চাঙ্গা রাখতে ও মাথা চাঙ্গা রাখতে পানীয় জলের দরকার রয়েছে।
সেই সব কথা চিন্তা করে হরিশ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে পানীয় জলের যথোপযুক্ত ব্যাবস্থা করা হয়েছে।
একটি পাকা ঘরের ছাদের উপর একটি জলের ট্যাঙ্ক লাগানো আছে। ঘরটির ভিতর সামমার্শালের ব্যাবস্থা রয়েছে। যার সাহায্যে মাটির তলদেশ থেকে জল পাম্পের সাহায্যে ট্যাঙ্কটি পূর্ন করা হয়।
ট্যাঙ্কটি যে বাড়িটির ছাদের উপর বসানো রয়েছে সেই বাড়ির নীচে দেওয়ালে ট্যাঙ্ক থেকে পাইপের মাধ্যমে ছোট ছোট ট্যাপ লাগানো আছে। ট্যাপগুলি দেওয়াল ও নীচে বাঁধানো দেওয়াল গুলি ছাত্র-ছাত্রীর কিছু নামানোর জন্য শ্লেট পাথর দিয়ে সুন্দরভাবে বাঁধানো রয়েছে। এই ট্যাপগুলি খুলে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রয়োজন মতো বিশুদ্ধ পানীয় জল পান করে।
এছাড়াও রান্নার কাজের জন্য বিদ্যালয়টিতে তিনটি নলকূপ আছে। সেই নলকূপের জলেই পানের যোগ্য বলে প্রমানিত।
আমি হরিশ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে School Activity survey করতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নোটিশের সাহায্যে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অপচয় বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। এমনকি যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া আছে।

শৌচালয়

প্রতিটি বিদ্যালয়ে শৌচালয় একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। যেটি না থাকলে বিদ্যালয়টি অপূর্নই থেকে যায়। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছেলে- মেয়ে ও শিক্ষক- শিক্ষিকাদের পৃথক পৃথক শৌচালয় থাকা একান্ত জরুরি।

আমি হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে School Activity Survey করতে গিয়ে জানতে পারলাম হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে একদিকে ছেলেদের ও অন্যদিকে মেয়েদের এবং একপ্রান্তে শিক্ষক ও অন্যপ্রান্তে শিক্ষিকাদের পৃথক পৃথক শৌচালয়ের সুবন্দোবস্ত আছে।

ছেলেদের শৌচালয়

হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে ছেলেদের জন্য পৃথক শৌচালয়ের সুবন্দোবস্ত আছে। এই শৌচালয়ের বৈশিষ্ট্য হল—

(i) এটি পাকা বাড়ি ছাদ নির্মিত একটি বড়ো ঘর।
(ii) শৌচালয়টিতে উপযুক্ত জলের ব্যাবস্থা রয়েছে।
(iii) শৌচালয়টি প্রতিদিন ব্লিচিং ও ফিনাইল দিয়ে পরিষ্কার করা হয়।

মেয়েদের শৌচালয়

এই বিদ্যালয়ে ছেলেদের মতো মেয়েদেরও পৃথক শৌচালয় বর্তমান রয়েছে। এই শৌচালয়টির বৈশিষ্ট্য হল —

(i) এটিও পাকা বাড়ি ছাদ নির্মিত একটি ঘর।
(ii) শৌচালয়ে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত জলের ব্যাবস্থা রাখা হয়েছে।
(iii) শৌচালয়টি প্রতিদিন ব্লিচিং ও ফিনাইল দিয়ে পরিষ্কার করা হয়।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শৌচালয়

একইরকম ব্যাবস্থা রাখা হয়েছে শিক্ষক শিক্ষিকাদের শৌচালয়ে। শিক্ষক- শিক্ষিকাদের পৃথক পৃথক দুই প্রান্তে শৌচালয়গুলি অবস্থিত। এবং যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

কিন্তু একটা অসুবিধার কারন হল ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপাতের তুলনায় পর্যাপ্ত পরিমানে শৌচালয় নেই। এর সংখ্যা একটু বৃদ্ধি করলে খুব ভালো হত বলে আমি মনে করি।

বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিক ব্যাবস্থা

কোনো বিদ্যালয়ে প্রযুক্তিগত কোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি যেমন কম্পিউটার, ডেস্কটপ, প্রিন্টার, ল্যাপটপ প্রভৃতি চালানোর জন্য বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিক ব্যাবস্থা থাকা প্রয়োজন। এছাড়াও লাইট, ফ্যান, AC চালানোর জন্য বিদ্যুতের ব্যাবস্থা থাকা প্রয়োজন। বর্তমান যুগ হল কম্পিউটারের যুগ। আর এই কম্পিউটারকে চালানোর জন্য বিদ্যুতের একান্ত প্রয়োজন আছে। বৈদ্যুতিক ব্যাবস্থা না থাকলে কম্পিউটারের সাহায্যে কোনো কিছু অফিসিয়াল কাজকর্ম করা সম্ভব হবে না। পুরো অফিসিয়াল কাজকর্ম ও ব্যাবস্থা পদ্ধতি অকেজো হয়ে পড়বে।

আমি হরিশ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে School Activity Survey করতে নিয়ে দেখলাম পুরো পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে বিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষ বৈদ্যুতিক ব্যাবস্থা করেছে। বিদ্যালয়ে আলাদাভাবে পিলারের সাহায্যে সংযোজন করা আছে। ঐ বৈদ্যুতিক ব্যাবস্থা থাকার ফলে হরিশ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে কম্পিউটারের সাহায্যে সমস্ত অফিসিয়াল কাজকর্ম করা সম্ভব হয়েছে।

এছাড়াও গ্রীষ্মের প্রচন্ড গরমের হাত থেকে বাঁচতে পাখা চালানো, বর্ষাকালে অন্ধকার পরিস্থিতির সময় আলো সবকিছুই সম্ভব হয়েছে এই বৈদ্যুতিক ব্যাবস্থার ফলে। এছাড়াও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় মাইক চালানো, টিভি লাইট জ্বালানো সবকিছুই এই বিদ্যুতের সংযোজন থাকার ফলে সম্ভব হয়েছে।

66th!

66th REPUBLIC DAY

বিদ্যালয়ে জাতীয় দিবস পালন

(১) স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

১৫ ই আগস্ট আমাদের দেশ ভারতবর্ষ ইংরেজদের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছিল। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ কে গর্বের সহিত স্মরণ করার জন্য প্রতি বছর ১৫ ই আগস্ট দিনটি হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালন করা হয়। বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র- ছাত্রী, শিক্ষক- শিক্ষিকা, অশিক্ষক কর্মচারীর উপস্থিতিতে প্রধান শিক্ষকের দ্বারা ভারতের গৈরিক রঞ্জিত পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা দিবস অর্থাৎ ১৫ ই আগস্ট দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালন করে। এরপর প্রথমে প্রধান শিক্ষক ও পরে একে একে সকলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর বিপ্লবীদের ছবিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এরপর বিদ্যালয়ের শিক্ষক- শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বীর বিপ্লবীদের সম্বন্ধে ভারতমাতার প্রতি তাদের যে আত্মত্যাগের কথা সেটি তুলে ধরেন। এরপর ছাত্র- ছাত্রীদের অংশগ্রহণে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে নাচ- গান - আবৃত্তির মধ্য দিয়ে ১৫ ই আগস্ট দিনটি আনন্দের সাথে বিদ্যালয়ে পালন করা হয়। এরপর সকলকে মিষ্টিমুখ করে সমাপ্তি সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

(২) প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন

হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রতি বছর ২৬ শে জানুয়ারী দিনটি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে পালন করা হয়। এই দিনটি হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ের মঞ্চের সামনে প্যান্ডেলের মাধ্যমে মঞ্চটি বেলুন ও ফুল দিয়ে সাজানো হয়। তারপর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর বিপ্লবীদের ছবিতে মালা দিয়ে মঞ্চটি সাজিয়ে রাখা হয়। এরপর সকলের উপস্থিতিতে স্কুলের ছাত্র- ছাত্রীরা উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে অনুষ্ঠান শুরু করে। ছাত্র- ছাত্রীদের নাচ- গান - আবৃত্তি ও দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশনে দিনটি বিদ্যালয়টি রঙিন হয়ে ওঠে।

মঞ্চে শিক্ষকরা প্রজাতন্ত্র দিবস সম্বন্ধে নানান কথা শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন করেন।

সবশেষে সমাপ্তি সংগীত গেয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ

বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বিদ্যালয়ে শিক্ষক দিবস পালন

দেশ বা জাতির বিকাশের মূল মেরুদন্ড হল শিক্ষা। আর এখানে শিক্ষকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই শিক্ষক মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, পেশাগত দক্ষতা, ও নিষ্ঠা, নৈপুন্য ও দায়িত্ব, মৌলিক ও অর্জিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার পূর্ন প্রয়োগ করতে হয়।
যাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষনে ও জীবন চরিত্রে যথার্থ প্রভাব ফেলতে পারে।
আর এই আদর্শবান শিক্ষকের পরিচয় আমরা পাই ড. সর্বোপল্লী রাধাকৃষ্ণানের জন্য।
তাঁর জন্মদিন 5 th September. প্রতি বছর সমস্ত শিক্ষক দের সম্মানের জন্য হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে 5th September দিনটি তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করা হয়। এই দিনটি সমস্ত ছাত্র- ছাত্রী ও শিক্ষকদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সমস্ত ছাত্র- ছাত্রীরা শিক্ষকদের প্রণাম ও উপহার দিয়ে সম্মান জানায়। এবং অনুষ্ঠানের পর বিদ্যালয়ের মাঠে ছাত্রদের সাথে শিক্ষকদের একটি সংস্কৃতির ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এইভাবে দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদাই হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে পালন করা হয়।

বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা

সরস্বতী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আর যেখানে বিদ্যার আরাধনা করা হয় সেখানে দেবীর পুজো হবে না তা কি কখনো হয়। প্রতি বছর মাঘ মাসের বাসন্তী পঞ্চমীর দিন শিক্ষার সাথে যুক্ত সকলে এই বাক্‌দেবীর আরাধনা করে থাকে।
সেই রকমেই প্রতিবছর মাঘ মাসের বাসন্তী পঞ্চমীর দিনে হরিরাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই বাক্‌দেবীর আরাধনা করেন। সকল ছাত্র-ছাত্রী আগের দিন মহা আড়ম্বরের সাথে বিদ্যালয়টিকে নানা রঙিন কাগজ, রঙিন মালা, ও আরও অন্যান্য ধরনের রঙিন সামগ্রী দিয়ে পুরো বিদ্যালয়টিকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলে। চারিদিকে আম্রপল্লব ও নিমপল্লবের মালা টাঙানো হয়। এবং বিদ্যালয়ে যে কক্ষে সরস্বতী পুজো হয় সেই কক্ষটিকে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে তোলা হয়। সেই সাজানো বেদীতে বাক্‌দেবী অর্থাৎ সরস্বতী মূর্তিটি বসানো হয়। এইসব সাজানোর দায়িত্বে থাকে সকল ছাত্ররা এবং ছাত্রীরা সরস্বতী পুজোর কক্ষটিতে আলপনার দায়িত্বে থাকে। সকল ছাত্র- ছাত্রী মনযোগ দিয়ে কাজ করে থাকে। এই দিনই অন্য দিকে যেখানে পুজোর প্রসাদ হিসাবে খুচি ও ঘোঁটের তৈরি হয় সেই দায়িত্বে থাকে শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীরা সেই সব কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। পরদিন সকাল সকাল সকল ছাত্র- ছাত্রী, শিক্ষক- শিক্ষিকা ও অশিক্ষক কর্মচারীরা স্নান সেরে নতুন নতুন বস্ত্র পরে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়। এরপর সকলে পুরোহিতের দ্বারা মন্ত্র উচ্চারনের মাধ্যমে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেয়। পুজোর শেষে সকলকে প্রসাদ বিতরন করা হয়। এই দায়িত্ব পালন করে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্ররা। পুজোর তিনদিন পর সকল ছাত্র- ছাত্রী মিলে বিদ্যালয়ের পাশের পুকুরে প্রতিমা নিরঞ্জন করে ও বিদ্যালয় থেকে সকলের জন্য খিচুড়ির আয়োজন করা হয়। এইভাবে সরস্বতী পুজো শেষ হয়।

মোহনলাল গোয়েঙ্কার স্মরনসভা—

আমাদের আশেপাশের অঞ্চলের কতগুলি গ্রামের গরীবদের কথা চিন্তা করে স্বর্গীয় মোহনলাল গোয়েঙ্কা মহাশয় ১৯৫৫ সালে হরিগ্রামে হরিরাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। এইসব অঞ্চলের গরীবদের যাতে বাইরে কোথাও পড়তে যেতে না হয় সেই কথা চিন্তা করে তিনি এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। এছাড়াও তিনি আরও তিনটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন সেগুলি হল — ইন্দপুর গোয়েঙ্কা, মধুবন গোয়েঙ্কা ও বাঁকুড়া গোয়েঙ্কা। এই শ্রদ্ধেয় মানুষটির জন্ম হয়েছিল ৬.০৭.১৯০৪ এবং মৃত্যু হয়েছিল ১০.০৭.১৯৬৭.

তাঁর এই তিরোধান দিবসে তাঁকে স্মরন করারার জন্য এই চারটি বিদ্যালয়ে একসাথে একটি করে বড়ো অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এই সমস্থ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা। এমনি প্রতি তিন বছর অন্তর হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয় আরও তিনটি বিদ্যালয় মিলে একসঙ্গে একটি অনুষ্ঠান পালন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা মোহনলাল গোয়েঙ্কার এই নিরলস পরিশ্রমের ফসল হিসাবে এই সব বিদ্যালয়ের কথা তুলে ধরেন। আবার এই চারটি বিদ্যালয়ের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে সম্মানিত করা হয়। হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল তাতে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এই তিনটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বরন করে নেয় এবং নাচ-গান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই মহান দিনটি পালন করে।

এই মানুষটির জন্য আজ শত শত ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যত উজ্জ্বল হয়েছে। তিনি হয়তো আজ আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তাঁর শিক্ষাক্ষেত্রে এই রেখে যাওয়া ছাপগুলি আরও ভবিষ্যতে তাঁর মতো উদার মনের মানুষ তৈরি করবে বলে আমি মনে করি। আমিও এই বিদ্যালয়ে পড়তে পেরে গর্ব বোধ করি। এবং এই বিদ্যালয়ে School Activity Survey করতে পেরে খুবেই গর্ব অনুভব করেছি।

[illegible] প্রধান মনীষীদের জন্মদিবস পালন

(A) [illegible] জয়ন্তী

হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে বীর বিপ্লবী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন ২৩ শে জানুয়ারী পালন করা হয়। প্রথমে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নন্দগোপাল খাঁ মহাশয় মঞ্চে নেতাজীর ছবিতে মালা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। আরও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী, ছাত্র-ছাত্রীরা নেতাজীর ছবিতে মালা দিয়ে অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকরা স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজীর অসামান্য অবদান ও দেশপ্রেমের কথা তুলে ধরেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর চরমপন্থী নেতৃত্বের কথা তুলে ধরা হয়। সবশেষে মিষ্টিমুখ করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

(B) রবীন্দ্র জয়ন্তী

প্রতি বছরের মতো ২৫ শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক- শিক্ষিকাদের প্রচেষ্টায় বিদ্যালয় মঞ্চে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লেখা গান, আবৃত্তি ও নাচের মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতে মালা দিয়ে তাঁকে স্মরন করেন। তারপর জাতীয় সংগীত গাওয়ার মধ্যে দিয়ে ও উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্নরকম অনুষ্ঠান হয়। পরে সমাপ্তি সংগীত গেয়ে সকলকে মিষ্টিমুখ করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

(C) গান্ধী জয়ন্তী

প্রতি বছর ২ রা অক্টোবর দিনটি হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে গান্ধীজির জন্মদিন উপলক্ষ্যে গান্ধীজয়ন্তী পালন করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকরা গান্ধীজির দেশের স্বাধীনতার প্রতি ভালোবাসার কথা তুলে ধরেন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি

মূল্যায়ন হল এমন এক পরিমাপ, যার দ্বারা শিক্ষার্থীর অর্জিত সামর্থ্য যাচাই করা। সাধারনত মূল্যায়ন বলতে বোঝায় কোন কিছুর উপর গুনগত ও পরিমানগত মূল্য আরোপ করা। শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়ন বলতে বোঝায় শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুযায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সব পরিবর্তন এসেছে তা পরিমাপ করা। বিদ্যালয়ে মূলত বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন বিষয় দ্বারা পঠন-পাঠন হয়ে থাকে। আবার তা মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই পরীক্ষায় মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের সাফল্য ও ব্যর্থতার পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এই পরিমাপ প্রক্রিয়ায় মাধ্যমেই শিক্ষন ও শিখন পদ্ধতির বিভিন্ন বিষয়-গুলির গুনগত মান বিচার করা হয়।

প্রথমত দুটি প্রক্রিয়ায় মূল্যায়ন হয়ে থাকে। যথা – Formative ও Summative মূল্যায়ন।
সাধারনত প্রত্যহ বিদ্যালয়ের ক্লাস চলাকালীন পাঠ্যবিষয়ের উপর মৌখিক প্রশ্নকরন বা বোর্ড লেখার মাধ্যমে Formative মূল্যায়ন করে থাকেন।
আবার ডিসেম্বর মাসে সারা বছর সমস্ত বিষয়ের উপর ভিত্তিকরে শিক্ষার্থীদের সার্বিক মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। এখানে প্রত্যেকটি লিখিত পরীক্ষা ও প্রজেক্ট উপস্থাপনের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

SCIENCE CITY

বিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমনের ব্যবস্থা—

ভ্রমন মানুষকে আনন্দ দেয়। একটি শিক্ষাসফর-এর দ্বারা একজন শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ তখনই সম্ভব যখন সেই সফরের বহুমুখী তাৎপর্য থাকে। তাই সবদিক বিচার করে গত বছর হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সায়েন্স সিটিকে শিক্ষা সফরের জন্য অগ্রিম স্থান হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন। শিক্ষা সফরের জন্য স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মাথায় রাখা হয়েছিল শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের কথা, শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের জন্য সফরের স্থানটির বহুমুখী গুরুত্ব আছে বলে হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এইটি নির্বাচন করেছিলেন। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে সায়েন্স সিটি কলকাতার একটি বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও বিজ্ঞান কেন্দ্রীক বিনোদন উদ্যান। নানা রকমের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ ও প্রযুক্তির প্রদর্শন এখানে করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র চিত্র বিনোদন মূলক স্থানই নয় বরং এই জায়গা থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার উপর প্রচুর জ্ঞানর্জন করতে পারা যায়।

সকাল ৬ টার সময় বাসে করে হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতি ক্লাসে মোট ১ থেকে ১০ পর্যন্ত রোল নাম্বার অনুযায়ী মোট ৫০ জনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

সায়েন্স সিটি ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনস্থ জাতীয় বিজ্ঞান সংগ্রহালয় পরিষদের অন্তর্ভুক্ত একটি বিজ্ঞানকেন্দ্র। পূর্ব কলকাতার ইষ্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস ও জেবি এস হালডেন অ্যাভেনিউ এর সংযোগস্থলে ৫০ একর জমির উপর সায়েন্স সিটি অবস্থিত। ১৯৯৭ সালের ৯ ই জুলাই সায়েন্স সিটির উদ্বোধন হয়।

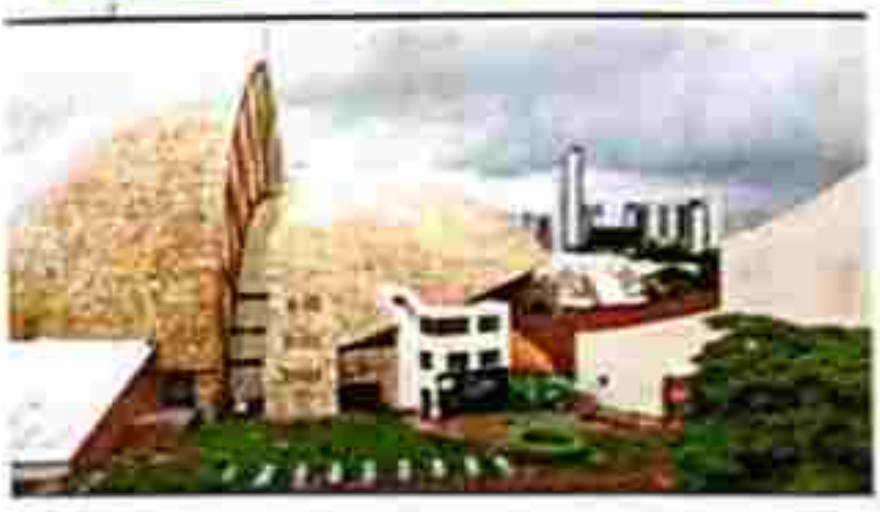

সায়েন্স সিটি স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিলো কলকাতা বাসীর কাছে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলা।
সায়েন্স সিটিকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি সায়েন্স সেন্টার ও অন্যটি কনভেনশন সেন্টার। মজার ও শিক্ষামূলক প্রদর্শনী ও নিদর্শন রাখা হয়েছে বিজ্ঞান কেন্দ্র। রোমাঞ্চভরা সায়েন্স সিটিতে আছে স্পেস ওডিসি, ডায়নামোশন, আর্থ এক্সপ্লোরেশন, মেরিটাইম সেন্টার ও সায়েন্স পার্ক, এসবের প্রতিটি বিভাগে আবার বিভিন্ন বিজ্ঞান চিত্র প্রদর্শনী, থ্রি-ডি প্রদর্শনী ও চলচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
সায়েন্স সিটি সপ্তাহের প্রতি দিনই সকাল ৭ টা থেকে রাত 7 টা পর্যন্ত খোলা থাকে। কেবলমাত্র হোলীর দিন বন্ধ থাকে। প্রবেশ মূল্য ছিল প্রতি জনের ৪০ টাকা।

কলকাতার সায়েন্স সিটির সেরা আকর্ষন হল স্পেস থিয়েটার। এটি গম্বুজ আকৃতির ছাদসহ একটি বৃত্তাকার প্রাসাদ। যা ভিতর থেকে একটি উল্টানো বাটির মতো দেখায়। এখানকার আর একটি মূল আকর্ষন হল মিউজিক্যাল রঙিন ফোয়ারা। তাছাড়া এখানে শিশুদের জন্য বন্য পাখি এবং কৃত্রিম ডাইনোসর দেখার মতো বস্তু। এইসব তথ্য আমি হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে School Activity servey করতে গিয়ে স্যারদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি।

বিদ্যালয়ের সুবিধা—

আমি হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে School Activity Survey করতে গিয়ে বিদ্যালয়টিতে যে সব সুবিধাগুলি লক্ষ্য করলাম সেগুলি হল —

(i) বিদ্যালয়টিতে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার জন্য উপযুক্ত শ্রেনীকক্ষের ব্যবস্থা রয়েছে। শ্রেনীকক্ষগুলি আলোবাতাস যুক্ত।

(ii) বিদ্যালয়টিতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা রয়েছে।

(iii) বিদ্যালয়টিতে ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধূলার জন্য বিশাল খেলার মাঠের সুবিধা রয়েছে।

(iv) বিদ্যালয়টিতে যে কোনো অনুষ্ঠান পালনের জন্য একটি স্থায়ী মঞ্চ রয়েছে। যেখানে সমস্ত রকমের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

(v) বিদ্যালয়টিতে মিড-ডে-মিলের সুবিধা রয়েছে। এমনকি শিক্ষার্থীরা বসে খাওয়ার জন্য আলাদা সিমেন্টের বেঞ্চার টেবিল বিশিষ্ট বড়ো হলঘরের সুবিধা রয়েছে।

(vi) বিদ্যালয়টিতে (ICT) এর সুবিধা রয়েছে। যেখানে শিক্ষার্থীরা কম্পিউটার শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। এর জন্য আলাদা একটি রুম ও শিক্ষকের ব্যবস্থা রয়েছে।

(vii) বিদ্যালয়টিতে বৈদ্যুতিক সংযোগ রয়েছে।

(viii) বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের আলাদা আলাদা ও ছাত্র-ছাত্রীদের আলাদা শৌচালয়ের সুবিধা রয়েছে।

...লয়ের অসুবিধা—

আমি হরিরাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে School Activity Survey করতে গিয়ে যেসব অসুবিধাগুলি লক্ষ্য করলাম সেগুলি হল—

(i) বিদ্যালয়টিতে আগে লাইব্রেরি থাকলেও বর্তমানে কোনও কিছু সমস্যার কারনে সেটি বন্ধ রয়েছে। এতে বিদ্যালয়ে পাঠরত দুঃস্থ শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার বই পাওয়ার ব্যাপারে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে।

(ii) বিদ্যালয়টিতে উচ্চ মাধ্যমিকে Sience বিভাগে পড়াশুনার কোনও ব্যবস্থা নেই। ফলে যখন এই বিদ্যালয় থেকে কোনও ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিকে Sience বিষয়ে বেশি নম্বর পায়, তাদেরকে Sience বিভাগে পড়াশুনার জন্য বাইরে কোনও বিদ্যালয়ে পড়তে যেতে হয়।

(iii) বিদ্যালয়টিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সেন্টার হওয়ার জন্য যা যা ব্যবস্থা থাকা দরকার তা সবরকম ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত এখানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের সেন্টার করা হয়নি।

(iv) বিদ্যালয়টিতে ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় শিক্ষকদের অনুপাত কম রয়েছে। শিক্ষকদের পরিমান আরও একটু বৃদ্ধি করলে খুবেই ভালো হয় ও পড়াশুনার মানকে আরও ভালো করা যাবে বলে আমি মনে করি।

উপসংহার

দেশ বা জাতির বিকাশের মূল মেরুদন্ড হল শিক্ষা। শিক্ষার যথোপযুক্ত পরিবেশ তৈরিতে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আমাদের ছাতনা চন্ডীদাস মহাবিদ্যালয় থেকে পঞ্চম সেমিস্টারের Education(Programme) ডিপার্টমেন্ট থেকে School Activity Servey - এর জন্য আমি যে হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম, সেখানে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিকের উপর যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম সেগুলি যথাযথ বিশ্লেষন ও উপস্থাপনের দ্বারা আমি যে প্রতিবেদনটি লিখেছি ; সেটি ভালোভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায় যে হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়টি একটি আদর্শ বিদ্যালয়ের পরিচয় বহন করে। সেখানকার বিদ্যালয়ের সবরকম কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। এছাড়াও বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীদের যথাযথ উন্নতি ও সার্বিক বিকাশ সাধনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষন - শিখন পরিবেশটি খুবই আদর্শ যা শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির পরিমানকে ত্বরান্বিত করে।

বিদ্যালয় সম্বন্ধিত প্রশ্নাবলী—

বিদ্যালয়ে গিয়ে আমি যেখানকার শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীদের যে সব প্রশ্ন করেছিলাম তথ্য জোগাড়ের জন্য সেগুলি হল —

১। বিদ্যালয়ের নাম কী?
>> হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়।

২। বিদ্যালয়টি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
>> 1946 সালে।

৩। বিদ্যালয়ে কতজন শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন?
>> ২০ জন শিক্ষক ও ৩ জন শিক্ষিকা।

৪। বিদ্যালয়ে কতগুলি ক্লাস আছে?
>> বিদ্যালয়ে ২৮ টি ক্লাস আছে।

৫। বিদ্যালয়টিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত?
>> 1370 জন।

৬। বিদ্যালয়ে Boys and Girls-দের পৃথক শৌচালয় আছে কি না?
>> আছে।

৭। বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ আছে কি না?
>> আছে।

৮। বিদ্যালয়ে Mid Day Meal এর ব্যাবস্থা আছে কি না?
>> আছে।

৯। বিদ্যালয়ে কী কী খেলার ব্যাবস্থা আছে?
>> ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন।

১০। বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যাবস্থা আছে কী না?
>> আছে।

১১। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের Common Room আছে কিনা?
>> বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের Common Room আছে।

১২। ক্লাসে পড়াশুনার সময় Teaching Aids ব্যবহার হয় কি না?
» ক্লাসে পড়াশুনার সময় Teaching Aids ব্যবহার হয়।

১৩। বিদ্যালয়ে জাতীয় দিবস পালন হয় কি না?
» বিদ্যালয়ে জাতীয় দিবস পালন হয়।

১৪। বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রিয়া প্রতিযোগীতার ব্যবস্থা হয় কি না?
» বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রিয়া প্রতিযোগীতার ব্যবস্থা হয়।

১৫। বিদ্যালয়ে অভিভাবক Meeting হয় কি না?
» বিদ্যালয়ে অভিভাবক Meeting হয়।

১৬। বিদ্যালয়ে কম্পিউটারের শিক্ষা দেওয়া হয় কি না?
» বিদ্যালয়ে কম্পিউটারের শিক্ষা দেওয়া হয়।

১৭। বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ-এর ব্যাবস্থা আছে কি না?
» বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ-এর ব্যাবস্থা আছে।

১৮। বিদ্যালয় শুরু এবং শেষের সময় কত?
» বিদ্যালয় শুরু 10:40 a.m. এবং শেষ 4:15 p.m.

১৯। বিদ্যালয়ে কতজন মহিলা শিক্ষক ও কতজন পুরুষ শিক্ষক আছে?
» বিদ্যালয়ে জন মহিলা শিক্ষক ও ২০ জন পুরুষ শিক্ষক আছে।

২০। বিদ্যালয়ে কত জন ফুল টাইমার টিচার এবং কতজন মেল প্যারাটিচার আছে?
» বিদ্যালয়ে ২০ জন ফুল টাইমার টিচার এবং ৩ জন মেল প্যারাটিচার আছে।

২১। বিদ্যালয়ে সায়েন্স, আর্টস বা কমার্স শাখা আছে কিনা এবং কোন কোন বিষয় পড়ানো হয়?
» বিদ্যালয়ে আর্টস বিষয়ে পড়ানো হয়।
বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

২২। বিদ্যালয়ে Managing Commite আছে না নেই?
» আছে।

Manas ...
30/08/23

Examined on 9/8/24

Banashori mandal
9/3/24

SL.NO	NAME	UID	SEM	SUBJECT	PAPER NAME	PAPER CODE	MOB.NO
1	MD SHALALUDDIN KHAN	20071202034	4	EDUCATION	Project Work	40220	7047444931
2	RAHUL KHAN	20071202052	4	EDUCATION	Project Work	40220	7365009577
3	SK WASIR	20071202060	4	EDUCATION	Project Work	40220	9475585518
4	KALPANA TUDU	21071202004	4	EDUCATION	Project Work	40220	9733040654
5	RUPCHAND KHAN	21071202007	4	EDUCATION	Project Work	40220	6297542857
6	UTPAL BAURI	21071202009	4	EDUCATION	Project Work	40220	7304861280
7	AKASH SHIT	21071202015	4	EDUCATION	Project Work	40220	8101915151
8	PIU BAURI	21071202016	4	EDUCATION	Project Work	40220	8509129451
9	SONALI BAURI	21071202017	4	EDUCATION	Project Work	40220	7318622320
10	MAMATA HEMBRAM	21071202021	4	EDUCATION	Project Work	40220	8392027898
11	GANESH HEMBRAM	21071202025	4	EDUCATION	Project Work	40220	6296694652
12	INDRAJIT BAURI	21071202027	4	EDUCATION	Project Work	40220	8509304108
13	BIDHAN ROY	21071202028	4	EDUCATION	Project Work	40220	9883282781
14	MINA BAURI	21071202030	4	EDUCATION	Project Work	40220	7602235886
15	RUPA BAURI	21071202031	4	EDUCATION	Project Work	40220	6294205345
16	MANGALMAY HALDER	21071202032	4	EDUCATION	Project Work	40220	9907960862
17	UMA BAURI	21071202033	4	EDUCATION	Project Work	40220	8327459608
18	LAXMIMONI HANSDA	21071202034	4	EDUCATION	Project Work	40220	9641330424
19	ANIMESH KUNDU	21071202036	4	EDUCATION	Project Work	40220	8515864464
20	BAISHAKHI SINGHABABU	21071202041	4	EDUCATION	Project Work	40220	6294440538
21	MANISH KHAN	21071202043	4	EDUCATION	Project Work	40220	8016954305
22	ICHHA BAURI	21071202044	4	EDUCATION	Project Work	40220	7908273007
23	FIRDOUS KHAN	21071202047	4	EDUCATION	Project Work	40220	9749975207
24	HEMLAL TUDU	21071202052	4	EDUCATION	Project Work	40220	7584829772
25	BANASHREE CHAKRABORT	21071202053	4	EDUCATION	Project Work	40220	9641326365
26	DURGA TUDU	21071202054	4	EDUCATION	Project Work	40220	8768826546
27	BARSHA BAURI	21071202056	4	EDUCATION	Project Work	40220	6295447102
28	RAKIBUL KHAN	21071202059	4	EDUCATION	Project Work	40220	9883645859
29	CHANDI BAURI	21071202060	4	EDUCATION	Project Work	40220	8101929030
30	DOLON KUMBHAKAR	21071202061	4	EDUCATION	Project Work	40220	7029115342
31	SHUBHADIP CHOWDHUR	21071202064	4	EDUCATION	Project Work	40220	9749676437
32	SK KALAM	21071202066	4	EDUCATION	Project Work	40220	9679654813
33	PRIYANKA DUTTA	21071202067	4	EDUCATION	Project Work	40220	8972981589

IQAC Co-ordinator
Chhatna Chandidas Mahavidyalaya

Dr. Malavika Sinha
Principal
Chhatna Chandidas Mahavidyalaya
Chhatna, Bankura

34	INDRAJIT HANSDA	21071202069	4	EDUCATION	Project Work	40220	7002796425
35	ABHIJIT SANTRA	21071202070	4	EDUCATION	Project Work	40220	8101434355
36	SANDHYA ROY	21071202072	4	EDUCATION	Project Work	40220	6296975017
37	APARNA PAL	21071202073		EDUCATION	Project Work	40220	8927402138

IQAC Co-ordinator
Chatra Chandidas Mahavidyalaya

Dr. Malavika Sinha
Principal
Chatra Chandidas Mahavidyalaya
Chatra, Bankura